RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - B.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

Different forms of Karnatik Music.

১) **প্রবন্ধম্** : এই গানগুলি গঠিত হয় সুর এবং সোল্লুকেট্টুর সন্মিলনে। তিল্লানার অর্থহীন বোল এবং মৃদঙ্গমের বোলকে একত্রে বলে সোল্লুকেট্টু। কর্ণাটকী সঙ্গীতে চার ধরনের প্রবন্ধম্ গানের প্রচলন রয়েছে -

a) **সাধারণ প্রবন্ধম্** : এই গানগুলি গঠিত হয় স্বর ও সোল্লুকেট্টুর সন্মিলনে। স্বর বলতে বোঝায় রাগের স্বর, অর্থাৎ যে রাগে গানগুলি গঠিত হয়।

b) **গ্রহস্বর প্রবন্ধম্** : এই গানগুলি প্রকৃতপক্ষে একধরণের স্বরগীত, অর্থাৎ সরগমগীত। যে রাগে এই গান গঠিত হয়, সেই রাগের স্বর দ্বারা সম্পূর্ণ গানটি রচিত হয়। তবে রাগের গ্রহস্বর গানে প্রাধান্য পায়।

c) **শ্রীরঙ্গ প্রবন্ধম্** : এই গানগুলি রাগাশ্রয়ী। রাগ ছাড়া এই গানে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গের বোল।

d) **কৈবাড় প্রবন্ধম্** : প্রবন্ধম্ শ্রেণীর গানে এটিই একমাত্র প্রকারভেদ, যে গানে সাহিত্য যুক্ত হয়। এছাড়াও থাকে রাগোচিত স্বরাবলী ও মৃদঙ্গমের বোল। সাহিত্য অংশটি ভগবদ্ বন্দনা বিষয়ক।

উপরোক্ত সকল প্রবন্ধম্ গান গুলি তালে নিবদ্ধ।

২) **বর্ণম** : বর্ণম গানগুলি অভ্যাস সঙ্গীতের অন্তর্গত। তবে, সভা-সঙ্গীতের মধ্যেও বর্ণম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গীতরীতি রূপে মান্যতা পায়। গানগুলি

রাগাশ্রয়ি এবং সহিত্য-সমৃদ্ধ। কর্ণাটকী সঙ্গীতে চার ধরণের বর্ণম গানের প্রচলন আছে -

a) **চৌকবর্ণম :** এই গানগুলিতে তিনটি তুক্ থাকে -পল্লবী, অনুপল্লবী, এবং চরণম্। গানগুলি বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয় এবং এই কারণে শিল্পী গানের সাহিত্য অংশের বিস্তার করার সুযোগ পায়। গানগুলি ভক্তি বা শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে। প্রতিটি তুক গাওয়ার পরে নানাবিধ লয়কারী সহযোগে মৃদঙ্গম বাজানো হয়ে থাকে। স্বাতী তিরুনাল এই ধরণের গানের একজন খ্যাতনামা স্রষ্টা।

b) **পদবর্ণম :** এই ধরণের গানগুলিতে রাগের বিস্তার ঘটে, সহিত্যের নয়। এই তফাৎটুকু ছাড়া এ গানের গায়ন রীতি চৌকবর্ণমের মতই। এ গানের রচয়িতাদের মধ্যে খ্যাতনামা হলেন স্বাতী তিরুনাল ও রামস্বামী দীক্ষিতর।

c) **তানবর্ণম :** এই গানগুলি মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। সাহিত্য অংশ ভক্তি বা শৃঙ্গার রসাত্মক। এই গানে কোন প্রকার বিস্তারের সুযোগ নেই। এ ছাড়া গানগুলি চৌকবর্ণমের মতই। এ গানের রচয়িতাদের মধ্যে খ্যাতনামা হলেন স্বাতী তিরুনাল, শ্যামা শাস্ত্রী এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার।

d) **দরুবর্ণম (ধরুবর্ণম) :** এই গানগুলি প্রধানত নাটকের জন্যই রচিত হয়। গানগুলি চৌকবর্ণমের মতই। তবে এর তাল মধ্যলয়ে বা দ্রুতলয়ে বাজে। এই গানের খ্যাতনামা স্রষ্টা হলেন শ্রীহরি কেশনাল্লুর মৃত্তেয়া ভাগবতার।

৩) **তিল্লানা :** হিন্দুস্থানী তারানা গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই গানগুলি রচনা করেছিলেন কর্ণাটকী সঙ্গীতগুণীগণ। সঙ্গীত স্রষ্টাদের মধ্যে আছেন স্বাতী তিরুনাল এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তিল্লানার জন্ম। গানগুলি মূলতঃ নৃত্যকলার সহযোগী রূপেই গাওয়া হয় এবং গানগুলি দ্রুতলয়ে গাওয়া হয়।

বর্তমানে তিল্লানা একটি জনপ্রিয় কণ্ঠ-গায়ন রীতি রূপেই প্রতিষ্ঠিত। পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরণম্ দ্বারা সজ্জিত এই গানগুলিতে পল্লবী ও অনুপল্লবীতে সোল্লুকেট্টু গাওয়া হয় এবং চরণমে শৃঙ্গার রসাত্মক সাহিত্য পরিবেশন করা হয়। তিল্লানা হল রাগ ও তাল নিবদ্ধ গীতরীতি।

৪) **স্বরজাতি :** এই গানগুলি অভ্যাস সঙ্গীতের অন্তর্গত। গানগুলিতে পল্লবী, অনুপল্লবী, এবং চরণম্ - তিনটি তুকই থাকে। এই গানগুলি প্রধানত ভারতনাট্টম নৃত্যের সাথে গাওয়া হয়। তবে বর্তমানে এই গানগুলি শুধুমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত রুপেই গাওয়ার প্রচলন আছে।

গনগুলি রাগাশ্রয়ী। রাগস্বর, মৃদঙ্গমের বোল এবং সাহিত্য - এই সবই গানের উপাদান। সাহিত্য ভক্তিরসাত্মক বা শৃঙ্গার রসাত্মক - দুই-ই হয়। কখনো কখনো গানগুলি অনুপল্লবী ও চরণম্ একসাথে মিলিত হয়ে দুটি মাত্র তুকের গানে পরিনত হয়। এ গানের রচয়িতাদের মধ্যে খ্যাতনামা হলেন স্বাতী তিরুনাল, শ্যামা শাস্ত্রী এবং চিনু কৃষ্ণদাস।

৫) **জাতিস্বরম্ :** এই গানগুলি সচরাচর ভারতনাট্টম নৃত্যের সাথে গাওয়া হয়। ছন্দ ও সুরের সমন্বয়ে রচিত এই গানগুলিতে কোন সহিত্য অংশ থাকে না। এই গানগুলি অভ্যাস সঙ্গীতের অন্তর্গত। গানগুলিতে পল্লবী, অনুপল্লবী, এবং চরণম্ - তিনটি তুকই থাকে। গানে রাগ-স্বরগুলি নানান ছন্দে প্রযুক্ত হয়। এই গানের খ্যাতনামা স্রষ্টা হলেন স্বাতী তিরুনাল।

৬) **পদম :** পদম সভাসঙ্গীতের অন্তর্গত। এই গান বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। গানের সাহিত্য শৃঙ্গার রসাত্মক। পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরণম্ দ্বারা গঠিত গানগুলিতে প্রায়শই একাধিক চরণম্ শুনতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে পদম ছিল ভক্তিরসাত্মক গান। পরে গানগুলি নাটকে প্রযুক্ত হতে লাগল এবং ক্রমশঃ আধুনিক যুগে এসে শৃঙ্গাররসাত্মক গানে পরিণত হল। গানগুলি রাগ ও তালে নিবদ্ধ। একাধিক চরণম থাকার সুবাদে প্রথম দিকের চরণগুলিতে তালবিহীন ভাবে রাগের আলাপ গাওয়া হয়। একদম কোষ চরণমটিতে সহিত্য অংশ তাল সহকারে গাওয়া হয়। খ্যাতনামা পদম রচয়িতাগণ হলেন অরুণাচল কবি ও কুঞ্জর ভারতী।

৭) **কৃতি :** কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গীতরীতি হল

কৃতি। গানগুলি তেলেগু বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শাস্ত্রীয় রাগ ও তালে নিবদ্ধ। এই গানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপযোগী আলাপ ও গায়নরীতি মান্যতা পেয়ে থাকে। গান শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট রাগের আলাপ বিস্তৃত ভাবে গাওয়া হয় এবং এরপর গান শুরু করা হয়।। আলাপ বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয় এবং গান মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। এ গানে শিল্পীর কোন স্বাধীনতা থাকে না। সঙ্গীত রচয়িতা যে ভাবে গান রচনা করেছেন শিল্পীকে সেভাবেই গাইতে হবে। গানগুলিতে পল্লবী, অনুপল্লবী, এবং চরণম্ - তিনটি তুকই থাকে।

ত্যাগরাজ হলেন এই গানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। এছাড়াও শ্যামা শাস্ত্রী এবং মুথুস্বামী দীক্ষিতর কৃতি রচনায় আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

৮) **কীর্তনম** : সাধারণতঃ সর্বপ্রকার ভক্তিরসাত্মক গানকে কর্ণাটকী সঙ্গীতে কীর্তনম বলা হয়। পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণম্ দ্বারা গানগুলি গঠিত। সচরাচর একের অধিক চরনম্ থাকে।

গানের কাঠামোর ভিত্তিতে বিচার করলে কৃতি ও কীর্তনমের তফাত কিছু নেই। কৃতি গানে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকে না; কীর্তনমে শিল্পী খানিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং সাহিত্য বিচারে আপন দক্ষতার প্রমান রাখার সুযোগ পায়। কীর্তনম গানগুলি সংস্কৃত, তেলেগু ও তামিল ভাষায় রচিত হয়ে থাকে।

মধ্যযুগে কীর্তনম রচয়িতাগণ হলেন শ্যামা শাস্ত্রী, মুথুস্বামী দীক্ষিতর এবং স্বাতী তিরুনাল। আধুনিক যুগের খ্যাতনামা কীর্তনম রচয়িতাগণ হলেন ভদ্রাচল রামদাস, বিজয়গোপাল স্বামী প্রমুখ।

৯) **জাবলী** : জাবলী বলতে বোঝায় ক্ষুদ্র সাহিত্য-গীতি এবং এই সাহিত্য লঘু শৃঙ্গার রসাত্মক। এর গায়নরীতি চটুল প্রকৃতির। এই কারণে উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীত রূপে এর পরিচয়। সঙ্গীতরসিকগণ এই গানকে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের অন্তর্গত ঠুমরী গানের সাথে তুলনা করে থাকেন। চটুল ভঙ্গী হওয়ার কারণে গানগুলি নৃত্যকলার সহোযোগীরূপেই প্রতিষ্ঠিত।

এই গানের সুরের প্রয়োগ এমনই যে রসিক শ্রোতাকে সে দুলিয়ে দেয়, নাচিয়ে দেয়। গানগুলিতে পল্লবী, অনুপল্লবী, এবং চরণম্ - তিনটি তুকই

থাকে। একাধিক চরণনমের প্রমান পাওয়া যায় বহু জাবলী গানে।
জাবলী গানের খ্যাতনামা রচয়িতাগণ হলেন স্বাতী তিরুনাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, কারুর দক্ষিণামূর্তি প্রমুখ।

১০) **তায়ম :** এই রীতির পুরো নাম হল তায়মপক্ক বা তায়মবক্ক। এটি কোন কণ্ঠ সঙ্গীতের রীতি নয়। এই রীতি প্রকৃতপক্ষে বাদ্য-ঐক্যতান রীতি। কেরালায় একজাতীয় মন্দির-বাদ্য রীতি হল তায়মপক্ক। এই ঐক্যতানে (Orchestra) বাজে 'ছেন্দা' নামক এক জাতীয় দক্ষিণী ঢোল। পাঁচজন ছেন্দা বাদককে নিয়ে গঠিত হয় এই তায়মপক্ক বা তায়মবক্ক দল।